নতুন বিশ্বাসীদের জন্য
অতি সত্য বিষয় সমূহ:

(প্রশ্ন ও উত্তর)
দ্বিতীয় সংস্করণ
সংস্করণ ২:০

এগিয়ে যাওয়া

বহু বছর ধরে, মাবুদের লোকেরা তাদের নতুন বিশ্বাসীদের শিক্ষা প্রদানের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা লাভের জন্য বিষয় সমূহ সংগ্রহ করে একটি প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। এই বইটি নতুন প্রজন্মের বিশ্বাসী যাহারা ঈসাকে অনুস্বরণ করে, তাহাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ সত্য বিষয় সমূহ সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা দিবে। এই পুস্তকে ১৪৪ টি প্রশ্ন ও উত্তর রয়েছে। প্রতিটি উত্তর পবিত্র কিতাবুল মুকাদ্দস হইতে বাছাই করা হয়েছে। প্রত্যেক বাছাইকৃত অনুচ্ছেদঃ

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর কিতাবের বর্ণিত পাক-কালাম হতে দেওয়া হয়েছে। কিতাব হইতে নির্বাচিত প্রত্যেক অংশের পুস্তকের নাম উদৃত আছে যেমন(আদি পুস্তক) এবং পুস্তকের শিরোনাম, অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন (উদাহরণস্বরূপ: অধ্যায় 2) .পুস্তকের নাম ও অধ্যায় নিখুঁতভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। এইরূপে পুস্তকের নাম, অধ্যায় ও সু-নির্দর্শিত আয়াত উদৃত করা হয়েছে যেমন (আদিপুস্তক ২:৩ অর্থাৎ ২ অধ্যায় ৩ আয়াত) ।
www.clearandsimplemedia.org দ্বারা সংকলিত ।

এই পুস্তকের ইলেকট্রনিক সংস্করণ খুঁজে পেতে, এখানে যান: www.asimpleword.org
কিছু কিছু উত্তর ভেঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছে যেমন (Q:4) ।

প্রথম অংশ—সৃষ্টিকর্তা ও মানুষ
প্রশ্নাবলী ১ হইতে ২৬

দ্বিতীয়—গুনাহ/পাপ ও শরীয়ত
প্রশ্নাবলী ২৭ হইতে ৬২

তৃতীয় অংশ--মসীহ ও নাজাত
প্রশ্নাবলী--৬৩ হইতে ৯০

চতুর্থ অংশ--রূহ ও জামাত
প্রশ্নাবলী--৯১ হইতে ১১৭

পঞ্চম অংশ--ইবাদত ও আশা

প্রশ্নাবলী--১১৮ হইতে ১৪৪

যখন আপনি এই চিহ্ন * দেখবেন, চিহ্নিত শব্দটি বইয়ের শেষে শব্দ তালিকা পাওয়া যাবে।

প্রথম অংশ—সৃষ্টিকর্তা ও মানুষ

প্রশ্নাবলী ১ হইতে ২৬

১) আপনাকে কে সৃষ্টি করেছে ?
উত্তর: সৃষ্টিকর্তা মাবুদ আমাকে সৃষ্টি করেছেন-- তৌরাত--আদি পুস্তক ১:২৬-২৭ ও আদিপুস্তক ২:৭,ইঞ্জিল-প্রেরিত ১৭:২৬ ।
২) মাবুদ আর কি কি সৃষ্টি করেছেন ?
উত্তর: সবকিছুই মাবুদের সৃষ্টি --আদিপুস্তক ১:৩১, জবুর ৩৩:৬-৯, ইঞ্জিল--কলসীয় ১:১৬-১৭ ।
৩) মাবুদ কেন আপনাকে ও সবকিছু সৃষ্টি করেছেন ?
উত্তর: তিনি সবকিছুই তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। জবুর ১৯:১; ইশাইয়া ৪৩:৭ ও ১ম করিন্থীয় ১০:৩১ ।
৪) আপনি কিভাবে মাবুদের * গৌরব করবেন ?
উত্তর: তাঁর প্রতি আমার ভালোবাসা ও বিশ্বাসে তাঁকে গৌরব দিব। এবং তিনি আমাকে যা করতে বলেছেন তা পালন করে তাঁর বাধ্য থাকি।-- মথি ৫:১৬; ইউহোন্না ১৪:২১; ১ম ইউহোন্না ৫:৩।
৫) কেন আপনি *মাবুদকে গৌরব দিবেন ?
উত্তর: কারণ তিনি আমাকে স্মৃতি করেছেন এবং তিনিই আমার যত্ন নেন।-- জবুর ১৪৫:৯, ১ম পিতর ৫:৭, প্রকাশিত কালাম ৪:১১ ।
৬) কতজন মাবুদ বা সৃষ্টিকর্তা আছেন ?
উত্তর: সৃষ্টিকর্তা কেবল একজনই। --দিত্বীয় বিবরণী ৬:৪; ইশাইয়া ৪৫:৫; ইয়ারমিয়া ১০:১০।
৭) এই একজন মাবুদের মধ্যে কয়টা রূপ আমরা দেখি ?
উত্তর: মাবুদ তিনটি রূপেই বর্তমান। --মথি ৩:১৬-১৭; ইউহোন্না ৫:২৩; ইউহোন্না ১০:৩০, ইউহোন্না ১৫:২৬।
৮) তাঁহারা কারা ?
উত্তর : পিত, পুত্র ও পাক-রূহ।--মথি ২৮:১৯; ২য় করিন্থীও ১৩:১৪; ১ম পিতর ১:২ ।
৯) সৃষ্টিকর্তা কে ?
উত্তর: সৃষ্টিকর্তার কোনো আকার নাই, তিনিই রূহ। মানুষের মতো তাঁর কোন দেহ নাই।--ইউহোন্না ৪:২৪; ২য় করিন্থীয় ৩:১৭; ১ তীমথি ১:১৭ ।
১০) সৃষ্টিকর্তার কি শুরু ছিল ?
উত্তর: না; সৃষ্টিকর্তা সবসময় ছিলেন ও থাকবেন।--হিজরত ৩:১৪; জবুর ৯০:২; ইশাইয়া ৪০:২৮ ।
১১): সৃষ্টিকর্তার কি পরিবর্তন হয় ?
উত্তর: না; তিনি সর্বদা এক ও অদ্বিতীয় সবসময় একই রকম।--জবুর ১০২:২৬-২৭; মালাখি ৩:৬; ইব্রীয় ১৩:৮ ।

১২) সৃষ্টিকর্তা- মাবুদ কোথায় ?

উত্তর : তিনি সর্বত্র বিরাজমান।--জবুর ১৩৯:৭-১২; ইয়ারমিয়া২৩:২৩-২৪; প্রেরিত ১৭:২৭-২৮ ।

১৩) আপনি কি সৃষ্টিকর্তাকে দেখতে পান ?

উত্তর: না; আমি সরসিটিকর্তাকে দেখতে পাইনা , কিন্তু তিনি সর্বদা আমাকে দেখেন।--জবুর ৩৩:১৩-১৫; হিতোপদেশ ৫;২১; ইউহোন্না ১:১৮; ১ তীমথি ১:১৭

১৪) মাবুদ কি সবকিছুই জানেন ?

উত্তর: অবশ্যই হ্যাঁ; তিনি সবকিছুই জানেন। আমি তাঁর কাছ হইতে কিছুই লুকাতে পারিনা।-- ১ ম সামুয়েল ২:৩; হিতোপদেশ ১৫:৩; ইব্রীয় ৪:১৩।

১৫) সৃষ্টিকর্তা--মাবুদ কি সবকিছুই করতে পারেন ?

উত্তর: হ্যাঁ; 'মাবুদ' তাঁর যা ইচ্ছা হয় সবরকম পবিত্র *কাজ করতে পারেন।--ইশাইয়া ৪৬:৯-১০; দানিয়েল ৪:৩৪-৩৫; ইফিষীয় ১:১১।

১৬) আমি কোথায় ও কিভাবে মাবুদ কে জানতে, বিশ্বাস করতে, ভালোবাসতে ও তাঁর বাধ্য থাকতে জানতে পারব ?

উত্তর: মাবুদ তাঁর পাক-কালামের মধ্য দিয়েই দেখিয়েছে আমরা; তাঁকে কিভাবে জানব, বিশ্বাস করব, ভালোবাসব ও তাঁর বাধ্য থাকবো। --জবুর ১১৯:১০৪-১০৫; ইউহোন্না ২০:৩০-৩১; ২ তীমথি ৩:১৫।

১৭) কিতাবুল মুকাদ্দস আপনাকে কি শিক্ষা দেয় ?

উত্তর: কিতাবুল মুকাদ্দস মাবুদের সত্য সম্পর্কে শিক্ষা দেয়, এবং তাঁর মহা পরিকল্পনায় ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে দুনিয়াকে রক্ষা করার বিষয়ে শিক্ষা দেয়। এবং ইহা আমাকে নিজের সত্য জ্ঞান সম্পর্কেও শিক্ষা দেয়। --জবুর ১১৯:১৫৯-১৬০; ইউহোন্না ১৭:১৭; ২ তীমথি ৩:১৪-১৭।

১৮) বাইবেল কে লিখেছে ?

উত্তর: মাবুদের মনোনীত মানুষ, পাক-রূহের শিক্ষা ও পরিচালনায় লিখেছেন। ২য় পিতর ১:২০-২১, ২য় পিতর ৩:১৫-১৬.

১৯) আমাদের প্রথম পিত/মাতা কে ছিলেন ?

উত্তর: আদম ও হাওয়া। পয়দায়েশ- ৩:২০ ও ৫: ১-২

২০) মাবুদ কিভাবে আমাদের প্রথম পিত/মাতাকে সৃষ্টি করেন ?

উত্তর: মাবুদ মাটি হইতে আদমকে সৃষ্টি করেন আর আদমের পাঁজর হইতে মাবুদ হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন। পয়দায়েশ- ২:৭, ২:২১-২৩,৩:১৯ ও জবুর-১০৩:১৪।

২১) আসমানের নিচে মানুদ যাহা কিছু সৃষ্টি কোরেছেন, সবকিছু হইতে আদম ও হাওয়ার বৈশিষ্ট আলাদা কেন ?

উত্তর: মাবুদ তাঁর সুরতে মিল রেখে মানুষ ষড়শীতি করলেন। পয়দায়েশ--১:২৬-২৭

২২) আদম ও হওয়ার মধ্যে কিভাবে আমরা মাবুদের সুরত দেখতে পাই ?

উত্তর: মাবুদ মানুষকে তার সকল সৃষ্টির উপর কতৃত্ব দিয়েছেন। তাদের সত্য/মিথ্যা জ্ঞান থাকবে। যাহা সঠিক তাহা ভালোবাসবে। সৃষ্টির সৌন্দর্য তাহারা উপভোগ করবে। মাবুদের সন্তুষ্টি লাভে, তাহারা সবকিছুই করবে। তাহারা মানুদের সহিত ও পরস্পরের সহিত কথা বলবে। পয়দায়েশ--১:২৬-২৭, ২:৭-৯, জবুর--১৪৭:১০-১১, ফিলিপীয়-৪:৮.

২৩) দেহ ব্যতীত মাবুদ, আদম ও হাওয়াকে আর কি দিলেন ?

উত্তর: নাকে ফু দিয়ে তাহাদের ভিতরে জীবন বায়ু ঢুলিয়ে দিলেন, (যার কোনো মৃত্যু হইবে না)। আর তাতে সেই মানুষ জীবন্ত প্রাণী হল। পয়দায়েশ ২:৭, দ্বিতীয় বিবরণী-৬:৫,হেদায়েতকারী-১২:৭, মথি-১৬:২৬.
২৪) আপনার কি আত্মা/প্রাণ * পাশাপাশি একটি দেহ আছে ?
উত্তর: হ্যাঁ, আমার একটি আত্মা/প্রাণ আছে যা কখনো মরবে না। জাকারিয়া-১২:১, প্রেরিত ৭:৫৯, ২ করিন্থীয় ৫:৮.
২৫) মাবুদ আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করার পর তারা কেমন ছিলেন ?
উত্তর: উভয়কে মাবুদ পবিত্র রূপে ও সুখী মানুষ রূপে সৃষ্টি করলেন। তাহারা মানুদের উপস্থিতিতে তাহাদের জন্য তৈরী বেহেস্তি বাগানে বাস করতেন। পয়দায়েশ-১:২৬-২৮, ২:১৫-১৭, ২:২৫ ও জবুর-৮:৪-৮.
২৬) আদম ও হওয়ার প্রতি মাবুদের কি আদেশ ছিল ?
উত্তর: মাবুদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও আনুগত্য স্বীকার করতে বলেছিলেন। পয়দায়েশ-২:১৫-১৭ ও জবুর-৮:৪-৮

দ্বিতীয় অংশ
পাপ/গুনাহ ও বিধি-বিধান/আইন/শরীয়ত

২৭) আদম ও হাওয়া কি মাবুদের আদেশ পালন করেছিলেন ? পবিত্র ও সুখী থাকতে পেরেছিলেন ? এবং সুখী থাকা হয়নি?
উত্তর: না, তারা আদেশ মান্য করেনি। তারা মাবুদের বিরুদ্ধে পাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পয়দায়েশ-৩:৬-৮
২৮) পাপ/গুনাহ কি?
উত্তর: মাবুদের অবাধ্য হওয়ায় পাপ, মাবুদ আদেশ অমান্য করাই গুনাহ। রোমীয়-১:৩২, ইয়াকুব-২:১০-১১, ৪:১৭, ইউহোন্না-৩:৪.
২৯) প্রত্যেকটি গুনাহ বা পাপের পরিণতি কি ?
উত্তর: প্রত্যেকটি গুনাহের ফলে মাবুদ রেগে যান এবং আমরা শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। দ্বিতীয় বিবরণী ২৭:২৬, রোমীয় ১:১৮, ৬:২৩, ইফিষীয় ৫:৬.
৩০) আমাদের প্রথম পিতা-মাতার পাপ/গুনাহ কি ছিল?
উত্তর: যে ফল খাইতে মাবুদ তাহাদের বারণ করেছিল, তাহারা সেই ফল খেয়েছিল। তারা যে খেয়েছিল তা খেয়ে তারা ঈশ্বরকে বলেছিলো। পয়দায়েশ-২:১৬-১৭, ৩:৬.
৩১) কে তাদের গুনাহে/পাপে পতিত করলেন ?
উত্তর: শয়তান, প্রথমে হা ওয়াকে প্রলুব্ধ করে সেই নিষিদ্ধ ফল খাওয়ালেন। এবং সেই ফল আদমকেও খাওয়ালেন। পয়দায়েশ--৩:১-৫, ইউহোন্না-৮:৪৪, ২ করিন্থীয় ১১:৩, প্রকাশিত কালাম-১২:৯.
৩২) আমাদের প্রথম পিত/মাতা যখন গুনাহ করল তখন পৃথিবীতে কি হল ?
উত্তর:মাবুদ আল্লাহ মাটিকে/ভূমিকে অভিশাপ দিলেন। আর ভূমিতে মৃত্যু নেমে এলো, ঠিক যেইভাবে মাবুদ তাহাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। পয়দায়েশ-২:১৫-১৭, ৩:১৬-১৭.
৩৩) গুনাহ করার পর আদম ও হওয়া কি পরিণতি ভোগ করলেন ?
উত্তর: মাবুদ উভয়কে বেহেস্তি বাগান হইতে বের করে দিলেন। তারা আর পবিত্র ও সুখী থাকতে পারলেন না। ফলে তারা পাপিষ্ট,লজ্জিত, অনুতপ্ত ও ভীত হইলেন। পয়দায়েশ--৩: ৮-১৩, ১৬-১৯ ও ২৩।

৩৪) আদম ও হাওয়ার গুনাহের ফলে তাদের পরবর্তীদের অবস্থা কি হইল ?
উত্তর: আদম ও হাওয়া পরবর্তী প্রত্যেকেই গুনাহের স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করলেন। জবুর-৫১:৫, রোমীয়-৫:১৮-১৯, ১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২.
৩৫) মাবুদ কি পৃথিবীকে অভিশপ্ত রেখেই দিলেন ? তিনি কি মানুষকে পাপের/গুনাহের মধ্যেই রেখে দিলেন ?
উত্তর: না, তিনি মানুষকে গুনাহ হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি একজন নাজাতদাতা পাঠানোর ওয়াদা করলেন। মুঠি-১:২১, ইউহোন্না-৩:১৬-১৭, ১ ইউহোন্না-৪:১৪.
৩৬) চুক্তি বা প্রতিশ্রুতি কি ?
উত্তর: চুক্তি এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি যা ২ বা অধিক মানুষের প্রতিজ্ঞা।
৩৭) ইসরাঈলীয়দের মাবুদ কি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ?
উত্তর: মাবুদ ইব্রাহীমের বংশ হইতে একটি মহা জাতি করার প্রতিশ্রুতি দিযেছিলেন। ইব্রাহীমের মধ্য দিয়ে সকল জাতিকে রহমত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। মাবুদ মুসাকে শরীয়তের বিধি-বিধান দিলেন, তিনি মুসার সাথে থেকে রহমত করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন যদি তারা তাকে অনুস্বরণ করে ও তাঁর দেওয়া আদেশ মান্য করে। মাবুদ দাউদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, তাঁর বংশের একটি সন্তান মহৎ এক রাজা হবেন এবং অনন্তকালীন শাসন করবেন। মাবুদ প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, একদিন তিনি নতুন চুক্তি করবেন, এবং সেই অনুযায়ী মানুষের গুনাহ ক্ষমা করবেন এবং মানুহসের হৃদয় পরিবর্তন করেবন। পয়দায়েশ-১২:১-৩, ১৫; হিজরত-২৪:৩-৭, ২ শামুয়েল ৭:১৬, ইয়ারমিয়া-৩১:৩১-৩৪
দশটি আদেশ
৩৮) দশটি আদেশ কি ?
উত্তর: এই সেই দশটি আদেশ মাবুদের কালাম, যাহা মাবুদ মুসাকে দিয়েছিলেন ইসরাঈলীয়দের জন্য। মাবুদ নিজের হাতেই দুইটি পাথর খন্ডে, তাঁর কালাম এই আদেশ সমূহ লিখে দিয়েছিলেন। হিজরত-৩১:১৮, দ্বিতীয় বিবরণী-৯:১০.
৩৯) ঐ আদেশগুলো কি কি ?
উত্তর: আমার জায়গায় অন্যকোন দেবতাকে দাঁড় করবে না। আমি ছাড়া অন্যকোন মানুদ নাই।
তোমাদের জন্য কোনো মূর্তি তৈরি করবে না ও তাদের পূজাও করবে না।
কোনো বাজে উদেশ্যে তোমরা মাবুদের নাম মুখে আনবে না।
বিশ্রামবার পবিত্র করে রাখবে ও তা পালন করবে।
তোমাদের পিত-মাতাকে সম্মান করে চলবে।
খুন করো না।
যেন করো না।
চুরি করোনা।
কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিবে না।
প্রতিবেশী বা অন্যের কোনো কিছুতেই লোভ করো না।
—হিজরত--২০:১-১৭.
৪০) প্রথম আদেশটি কি ?
উত্তর: প্রথম আদেশটি হল এই : আমার পরিবর্তে অন্য কোনো দেবতার ইবাদত করবে না। হিজরত ২০:৩, ইশাইয়া ৪৫:৫-৬ আয়াত।

৪১) প্রথম আদেশ টি আমাদের কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: প্রথম আদেশ আমাদেরকে শুধুমাত্র এক মাবুদের ইবাদত করতে শিক্ষা দেয়।-- জবুর ৪৪:২০-২১, মথি ৪:১০, প্রকাশিত কালাম ২২:৮-৯

৪২) দ্বিতীয় আদেশ টি কি?
উত্তর: দ্বিতীয় আদেশটি হল: নিজের জন্য কোন মূর্তি বানাইও না এবং কোনো মূর্তির ইবাদত ও করোনা। হিজরত ২০:৪-৬, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৮-১০

৪৩) দ্বিতীয় আদেশ টি আমাদের কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: দ্বিতীয় আদেশ আমাকে শিক্ষা দেয় যে মূর্তি পূজা করা নিষিদ্ধ বা হারাম। ইশাইয়া ৪৪:১০-১১, ৪৬:৫-৯, প্রেরিত ১৭:২৯।
৪৪) তৃতীয় আদেশ টি কি?
উত্তর: তৃতীয় আদেশটি হল: কোন বাজে উদ্যেশ্যে মাবুদ আল্লাহর নাম মুখে উচ্চারণ করবে না। হিজরত ২০:৭, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১১

৪৫) তৃতীয় আদেশ টি কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: তৃতীয় আদেশ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা মাবুদের নামকে যেন তেন ভাবে ব্যবহার না করি ; যা তাকে অসম্মান করে। ইশাইয়া ৮:১৩, জবুর ১৩৮:২, প্রকাশিত কালাম ১৫:৩-৪।
৪৬) চতুর্থ আদেশ টি কি?
উত্তর: চতুর্থ আদেশ টি হল: বিশ্রামবারের বা সপ্তাহের একটা দিনকে পবিত্র বলে মান্য করা ।—হিজরত ২০:৮-১১; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১২-২৫

৪৭) চতুর্থ আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: চতুর্থ আদেশ, আমাদের বিশ্রামে, আমাদের কাজের মধ্যে এবং আমাদের ইবাদতে মাবুদকে সম্মান করতে শেখায়।--হিজরত ১৬:২৩, ইশাইয়া ৫৮:১৩-১৪।
৪৮) পঞ্চম আদেশটি কি?
উত্তর: পঞ্চম আদেশ হল: নিজের পিতা-মাতাকে সম্মান করা। রিজোর্ট ২০:১২, দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৬।

৪৯) পঞ্চম আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: পঞ্চম আদেশ আমাদের বাবা-মাকে ভালবাসতে, সম্মান করতে ও পিতা-মাতার অনুগত থাকতে শিক্ষা দেয় মেসাল ১:৮, ইফিষীয় ৬:১-৩; কলসীয় ৩:২০।
৫০) ষষ্ঠ আদেশ কি?
উত্তর: ষষ্ঠ আদেশ হল: কাউকে খুন করো না। হিজরত ২০:১৩; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৭।
৫১) ষষ্ঠ আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: ষষ্ঠ আদেশ আমাদের শিক্ষা দেয় যেন আমরা অন্য মানুষকে ঘৃণা না করি বা কারো জীবন নষ্ট না করি বা মানুষ হত্যা না করি । পয়দায়েশ ৯:৬; মথি ৫:২১-২২; ১-ইউহোন্না ৩:১৫।

৫২) সপ্তম আদেশ কি?
উত্তর: সপ্তম আদেশ হল: জেনা বা ব্যভিচার করো না *। হিজরত ২০:১৪; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৮।
৫৩) সপ্তম আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: সপ্তম আদেশ আমাদের শিক্ষা দেয় যে আমাদের এমন কোনও নারী বা পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক করা উচিত না যিনি আমাদের স্বামী বা স্ত্রী নন। মথি ৫:২৭-২৮,; ইফিষীয় ৫:৩-৪।
৫৪) অষ্টম আদেশ কি?
উত্তর: অষ্টম আদেশটি হল: চুরি করো না। হিজরত ২০:১৫; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:১৯।

৫৫) অষ্টম আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: অষ্টম আদেশ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, আমরা অন্য কারো জিনিসে দৃষ্টি না দেই, বা কারো কোনো কিছু চুরি না করি।-- হিজরত ২৩:৪; মেসাল ২১:৬-৭; ইফিষীয় ৪:২৮।
৫৬) নবম আদেশটি কি?
উত্তর: নবম আদেশটি হল: আপনার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে বা যে কারো মিথ্যা বলো না বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। --হিজরত ২০:১৬; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২০।
৫৭) নবম আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: নবম আদেশ আমাদের সৎ হওয়া এবং সত্য বলার জন্য শিক্ষা দেয়। জবুর ১৫:১-৩; মেশাল ১২:১৭; ১ করিন্থীয় ১৩:৬।
৫৮) দশম আদেশ কি?
উত্তর: দশম হুকুম হলঃ কারো কিছুর উপর লোভ করো না। হিজরত ২০:১৭; দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২১।
৫৯) দশম আদেশ কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: দশম হুকুম আমাদেরকে যা আছে তার জন্য শুকরিয়া আদায় করতে ও সন্তুষ্ট থাকতে শিক্ষা দেয়। ফিলিপীয় ৪:১১; ১ তীমথিয় ৬:৬, ইব্রীয় ১৩:৫।
৬০) ইহুদী লোকেরা কি হযরত মুসা কে দেওয়া আইনগুলো পালন করেছিল?
উত্তর: না; মাবুদের দেওয়া শরীয়ত বা আইন তারা অমান্য করেছিল, ফলে মাবুদ তাহাদের শাস্তি দিয়ে সতর্ক করেছিলেন। দ্বিতীয় বিবরণ ৯:১২, হেজকিল ৩৯:৩২।
৬১) যে কোন ব্যক্তি কি মাবুদের দেওয়া সকল আদেশ/বিধি-নিষেদ বা শরীয়ত পালন করতে পারে ?
উত্তর: হজরত আদম মাবুদের অবাধ্য হলেন, একটি মাত্র আদেশই তিনি অমান্য করলেন। সেই থেকে কোন মানুষই মাবুদের আদেশ মান্য করতে সক্ষম হয় নাই --হেদায়াতকারী ৭:২০; রোমীয় ৩:২৩; ইয়াকুব ২:১০।
৬২) দশটি আদেশ আমাদের কী দেখায়?
উত্তর: এ দশটি আদেশ আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মাবুদ পবিত্র এবং ভালো। এবং এইসকল মাবুদকে ও আমাদের প্রতিবেশীকে মহব্বত করতে শিক্ষা দেয়। এই আদেশ সমূহ আমাদের দেখিয়ে দেয় যে আমরা সকলে গুনাহগার এবং আমরা সকলেই মাবুদের অবাধ্য। তাই এই আদেশ সমূহ দেখিয়ে দেয় যে আমাদের একজন নাজাতদাতার প্রয়োজন। --হেদায়েতকারী ১২:১৩, ১ তীমথিয় ১:৮-৯, রোমীয় ৩:২০, ৫:১৩, ৭:৭-১১, গালাতীয় ৩:১৯-২৪।

তৃত্বীয় অংশ

মসীহ ও নাজাত

৬৩) নাজাতদাতা কে ?

উত্তর: গুনাহগারদের জন্য একমাত্র নাজাতদাতা ও প্রভু ঈসা মসীহ। লুক ২:১১, প্রেরিত ৪:১১-১২, ১ তীমথিয় ১:১৫।

৬৪) মসীহ ঈসা কে ?

উত্তর: ঈসা মসীহ শাশ্বত মাবুদের পুত্র। ইউহোন্না ১:১, ১,১৮; ইউহোন্না ৩:১৬, ১৮, গালাতীয় ৪:৪, কলসীয় ১:১৫-১৮, ইবরানী ১:১-৩, ইউহোন্না ৫:২০।

৬৫) মাবুদ কেন তাঁর পুত্রকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন?

উত্তরঃ মা বুদ তাঁর পুত্রকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে ন কারণ তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তিনি তাঁর পুত্রকে পাঠিয়েছেন কারণ তিনি করুণাময় ও ক্ষমাশীল, মানুষ যেন সেই পুত্রের দ্বারা নাজাত পায়। জবুর ১০৩:৮-১১, ইউহোন্না ৩:১৬-১৮, রোমীয় ৫:৭-৮; ইফিষীয় ২:৪-৫; ১ ইউহোন্না ৪:৯-১০।

৬৬) ঈসা মসীহ কি নিজেই সম্পূর্ণ মাবুদ এবং মানুষ ছিলেন ?

উত্তর: হ্যাঁ; ঈসা মসীহ নিজেই ১০০ % মাবুদ ও ১০০% মানুষ ছিলেন। --১ ইউহোন্না ১:৩,১৪; ফিলিপীয় ২:৫-১১; কলসীয় ২:৯; ইবরানী ২:১৪-১৮।

৬৭) নাজাতদাতা ঈসা মসীহ কি কাজ করেছিলেন ?

উত্তর: তিনি সর্বক্ষেত্রে মাবুদের বাধ্য ছিলেন এবং নিজে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়েও মানুষের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ শাস্তি গ্রহণ করলেন।--রোমীয় ৮:৩-4; ফিলিপীয় ২:৭-৮; ইবরানী ৪:১৫; ইবরানী ৯:১৪-১৫।

৬৮) কেন ঈসা মসীহ মৃত্যুকে বরণ করলেন বা শাস্তি নিলেন ?

উত্তর: গুনাহগার লোকদের স্থানে নিজে মৃত্যুবরণ করে মাবুদের ক্রোধ দূরে রাখিয়াছি লেন।--মার্ক ১০:৪৫; ২ করিন্থীয় ৫:১৯-২১; গালাতীয় ৩:১৩।

৬৯) কেন শাশ্বত মাবুদের পুত্র গুনাহগার মানুষের পরিবর্তে যাতনা ভোগ করলেন ?

উত্তর: কারণ, মাবুদের সন্তান ঈসা মসীহ দুনিয়াতে মানুষ রূপেই জন্ম নিলেন --ইউহোন্না ১:১৪, গালাতীয় ৪:৪,৫, কলসীয় ২:৯।

৭০) কিভাবে মাবুদ আল্লাহর সন্তান মানুষ হয়ে জন্ম নিল ?

উত্তর: কুমারী মা মরিয়মের গর্ভে মাবুদের কুদরতে তাঁর পাক-রূহ/রুহুল কুদ্দসের দ্বারা জন্ম নিলেন। --ইশাইয়া ৭:১৪ ও মথি ১:১৮-২১।

৭১) ঈসা মসীহ পৃথিবীতে কোন ধরনের জীবন কাটিয়েছিলেন?

উত্তর: একটি সহজ, সম্মানজনক, নম্র এবং সম্পূর্ণ পবিত্র জীবন তিনি কাটিয়েছে ন। - মথি ৪:২০; মথি ১১:২৮-৩০, লুক ৪:১৮-১৯; ২ করিন্থীয় ৮:৯; ২ করিন্থীয় ১০:১।

৭২) নাজাতদাতা ও প্রভু ঈসা কি কখনও গুনাহ করেছিলেন?

উত্তর: না; তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র এবং ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ ছিলেন।--ইউহোন্না ৪:২৯; ২ করিন্থীয় ৫:২১; ইবরানী ৭:২৬, ১ পিতর ২:২১-২৩।

৭৩) ঈসা মসীহ কিভাবে মারা যান ?

উত্তর: ঈসা মসীহ ক্রুশে মারা যান। -- লূক ২৩:৩৩; গালাতীয় ৩:১৩; ফিলিপীয় ২:৮।

৭৪) মৃত্যুর পর কবরে রাখার পর তিনি কি কবরেই ছিলেন ??

উত্তর: না, মসীহ তৃতীয় দ্বিবসে মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেন। মথি ২৮:৫-৭, লুক ২৪:৫-৮, রোমীয় ৪:২৫; ১ করিন্থীয় ১৫:৩,৪।

৭৫) গুনাহের পরিনাম হইতে মাবুদ কাকে রক্ষা করবেন ?

উত্তর: যাহারা তওবা করে ক্ষমা চাইবে আর ঈসা মসীহের উপর ঈমান আনবে তাহারাই নাজাত পাবে। মার্ক ১:১৪,১৫; ইউহোন্না ৩:১৬-১৮; প্রেরিত ২০:২১।

৭৬) তাওবা করার অর্থ কি?

উত্তর: গুনাহ স্বীকার করে অনুতাপ করে দুঃখিত হওয়া এবং গুনাহ হইতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া কারণ তাতে মাবুদ নিজেই দুঃখিত হন। --লুক ১৯:৮-১০; ২ করিন্থীয় ৭:৯-১০; ১ থিষলনীকীয় ১:৯-১০।

৭৭) ঈসা মসীহের মধ্যে বিশ্বাস বা ঈমান থাকার অর্থ কী?

উত্তর: মসীহের মধ্যে ঈমান থাকার মসীহ ঈসাকে বিশ্বাস করা। আমরা বিশ্বাস করি যে একমাত্র ঈসা মসীহের মধ্য দিয়েই আমরা নাজাত পাই। তাঁর উপরই আমরা নির্ভর করি। --ইউহোন্না ১৪:৬; প্রেরিত ৪:১২; ১ তীমথিয় ২:৫; ১ যোহন ৫:১১-১২।

৭৮) আপনি কি তওবা করতে পারেন এবং আপনার নিজের ক্ষমতা বা শক্তি দ্বারা মসীহে ঈমান আনতে পারেন?

উত্তর: না; পাক-রূহের সাহায্য থাকা আবশ্যক। ইয়ারমিয়া ১৩:২৩; ইউহোন্না ৩:৫-৬ ; ইউহোন্না ৬:৪৪; ১ করিন্থীয় ২:১৪।

৭৯) মানুষ কোথায় মসীহের বিষয়ে সু-সংবাদ শুনবে ?

উত্তর: ইঞ্জীল সেই সু-সমাচার যেখানে সমস্ত মানুষের নাজাতের সু-সংবাদ আছে । --মার্ক ১;১; প্রেরিত ১৫:৭; রোমীয় ১:১৬-১৭।

৮০) এখন আমাদের নাজাতদাতা কি হয়ে আছেন ?

উত্তর: ঈসা মসীহ আমাদের নবী , আমাদের ঈমাম এবং আমাদের রাজা হলেন। মথি ১৩:২৭; ইউহোন্না ১৮:৩৭ ; ইবরানী ১:১-৩; ইবরানী ৫:৫-৬; প্রকাশিত কালাম ১:৫।

৮১) কিভাবে ঈসা মসীহ একজন নবী হলেন ?

উত্তর: কারণ তিনি আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে মাবুদ কে; এবং কিভাবে মাবুদ আল্লাহকে খুশি করতে হয় তা তিনি শিখিয়েছেন।-দ্বিতীয় বিবরণ ১৮:১৮, ইউহোন্না ১;১৮, ৪:২৫-২৬; প্রেরিত ২:২২; ১ ইউহোন্না ৫:২০।

৮২) কেন মসীহকে একজন নবী হিসাবে আমাদের দরকার?

উত্তর: কারণ আমরা তাঁকে ছাড়া মাবুদকে জানি না।-- মথি-১১:২৫-২৭; ইউহোন্না ১৭:২৫-২৬; ১ করিন্থীয় ২:১৪-১৬।

৮৩) কিভাবে ঈসা মসীহ একজন মহা ঈমাম?

উত্তর: তিনি আমাদের জায়গায় মৃত্যুবরণ করেন এবং তিনি আমাদের পক্ষে মাবুদের সাথে কথা বলছেন। --জবুর ১১০:৪; ইবরানী ৪:১৪-১৬, ৭:২৪-২৫; ১ ইউহোন্না ২:১-২।

৮৪) কেন ঈসা মসীহকে একজন মহা ঈমাম হিসাবে আমাদের প্রয়োজন?

উত্তর: কারণ আমরা আমাদের গুনাহের দরুন দোষী ও লজ্জিত।--মেসাল ২০:৯; হেদায়েতকারী ৭:২০; ইশাইয়া ৫৩:৬; রোমীয় ৩:১০-১২, ২৩; ইয়াকুব ২:১০।

৮৫) কিভাবে ঈসা মসীহ একজন রাজা হলেন ?

উত্তর: একটি তিনি আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেন এবং তিনিই আমাদের নাজাতদাতা। জবুর ২:৬-৯; ইফিষীয় ১:১৯-২৩; প্রকাশিত কালাম ১৫:৩-৪।

৮৬) কেন আমাদের একজন রাজা হিসাবে মসীহকে প্রয়োজন?

উত্তর: কারণ আমরা দুর্বল এবং ভীত।-- ২ করিন্থীয় ১২:৯-১০; ফিলিপীয় ৪:১৩; কলসীয় ১:১১-১৩; ইবরানী ১৩:৫-৬; ২ তীমথিয় ১:১২।

৮৭) ঈসা মসিহের ওপর ঈমানের মধ্য দিয়ে আমরা কি রহমত/ আশীর্বাদ লাভ করি?

উত্তর:মা বুদ আমাদের ক্ষমা করেন এবং তিনি আমাদেরকে ধার্মিক বলে ঘোষণা করেছেন * মাবুদ তাঁর নিজের পরিবারের প্রিয় সন্তান হিসাবে আমাদের গ্রহণ করেন এবং মাবুদ আমাদের হৃদয় * এবং আচরণে পবিত্র করে তোলে। নতুন জন্ম বা পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে মাবুদ আমাদের দেহ ও আত্মা/রূহকে নিখুঁত করে তোলেন। রোমিও ৫:১৮; গালাতীয় ৪:৪-৬; ইফিষীয় ১:৫; ইবরানী ১০:১০-১৪; ১ যোহন ৩:২।

৮৮) আমাদের ভালো আচার ব্যবহার দ্বারা যা কিছু আমরা অর্জন করি, সে জন্য মাবুদ কি আমাদের আশীর্বাদ/রহমত করেন ?

উত্তর: না, মাবুদ তাঁর অনুগ্রহ ও করুনার মধ্য দিয়েই আমাদেরকে রহমত দেন করেন। আমরা নিজেরা তা অর্জন করতেও পারিনা এবং তাহার যোগ্যও আমরা নই।-- ইশাইয়া ৬৪:৬; ইফিষীয় ২:৮-৯; তিট ৩:৪-৭।

৮৯) যাহারা সত্যিকারেই তওবা করে ও ঈমান আনে আল্লাহ কি কখনো তাদের অস্বীকার করবেন ?

উত্তর: না; যারা প্রকৃতপক্ষে তওবা করে এবং ঈমান আনে, ঈসা তাহাদেরকে কখনও ছেড়ে করে যাবেন না ।-- ইউহোন্না ১০:২৭-৩০, রোমীয় ৮:৩৮-৩৯; ফিলিপীয় ১:৬; ১ পিতর ১:৩-৫।

৯০) মাবুদের অনুগ্রহ/করুণা কি ?

উত্তর: যদিও আমরা যোগ্য নই তথাপি আমাদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও মহত্বই মাবুদের অনুগ্রহ।-- হিজরত৩৪:৬; ইফিষীয় ১:৭-৮; ২ করিন্থীয় ৮:৯।

চতুর্থ অংশ
পাক-রূহ ও জামাত

৯১) যারা নাজাতদাতা হিসাবে ঈসাকে বিশ্বাস করে তাদের কাছে মাবুদ কি চান?

উত্তর: তিনি চান যেন আমরা তারা হৃদয়ে/আত্মায় ও আচরণে পবিত্র হয় । তিনি তাদেরকে ঈসার মতো দেখতে চান।--ইফিষীয় ১:৪; ১ পিতর ১:১৫; ২ করিন্থীয় ৭:১।

৯২) কিভাবে মাবুদ আমাদের হৃদয় * এবং আচরণ পবিত্র করবেন ?

উত্তর: ঈসার উপর ঈমানের মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ আমাদের একটি নতুন হৃদয় দেন এবং পাক-রূহকে দেন। --হেজকিল ৩৬:২৬; রোমীয়:১-১৪; গালাতীয় ৫:২৬-১৭; ইফিষীয় ১:১৩।

৯৩) পবিত্র আত্মা/পাক রূহ কে?

উত্তর: পবিত্র আত্মা/পাক-রূহ মাবুদ নিজেই, পিতা আল্লাহ ও পুত্র ঈসা মসীহই পবিত্র আত্মা/পাক-রূহকে পাঠিয়েছেন।-মথি ২৮:১৯; ইউহোন্না ১৪:২৬; ২ করিন্থীয় ১৩:১৪।

৯৪) পাক-রূহ আমাদের কিভাবে সাহায্য করে ?

উত্তর: পাক-রূহ হল সান্ত্বনাকারী ও সর্বদা আমাদের সহচর এবং যাহারা ঈসা মসীহের উপর ভরসা করে তাহাদের জন্য পথ নির্দেশক।-- ইউহোন্না ১৬:৭-৮; ১২-১৫; রোমীয় ৮:১৪-১৬; ১ করিন্থীয় ৬:১৯; ইফিষীয় ১:১৪।

৯৫) কীভাবে আমি জানতে পারি পবিত্র আত্মা আমাকে পবিত্র করছেন?

উত্তর: আমি আমার নাজাতদাতা ঈসা মসীহের মত ঈমানে বেড়ে উঠব। পাক-রুহের ফল আমি আমার অন্তরে ও আচরণে দেখতে পাব।--কলসীয় ১:৯-১২; ইফিষীয় ৩:১৬।

৯৬) পাক-রূহ/আত্মার ফল কি?

উত্তর: পাক-রূহ/আত্মার ফল হল ভালবাসা, আনন্দ, শান্তি, ধৈর্য, দয়া, ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, কোমলতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। গালাতীয় ৫:২২-২৩।

৯৭) ঈসা মসীহকে অনুস্বরণ করলে আপনি কি সর্বদা সফল হবেন?

উত্তর: না; মাঝে মাঝে আমরা কষ্ট পাব । ঈসা মসীহের মতো আমি কখনো কখনো ঘৃণিত হব।--ইউহোন্না ১৫:১৮-১৯; ২ তীমথিয় ৩:১২; রোমীয় ৮: ২৩-২৫; ইয়াকুব ১:২-৪; ১ পিতর ৪:১২-১৩।

৯৮) কষ্টের সময় মাবুদ আপনাকে কীভাবে সাহায্য করেন?

উত্তর: তিনি আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পাক-রূহকে দিয়েছেন, তিনি আমার যত্ন ও সেবা করার জন্য জামাতকে দিয়েছেন। সবকিছুর মধ্যে তিনি আমার ভাল এবং তাঁর গৌরব জন্য কাজ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।-- রোমীয় ৫:৩-৫; ৮:১৮; ১ থিষলনীকীয় ৫:১১; ১ পিতর ৩:১২-১৯; ১ পিতর ৫:১০।

৯৯) সার্বজনীন জামাত/চার্চ কি ?

উত্তর: মাবুদের অনুগ্রহে নাজাত প্রাপ্ত ঈমানদারদের সমন্বয়ে সর্বজনীন চার্চ বা জামাত গঠিত। মাবুদ আল্লাহর নিজের পরিবার এবং পুত্র মসীহের দেহ। ইহা সেই পবিত্র স্থান বা গৃহ যেখানে পবিত্র আত্মা/পাক-রূহ বসবাস করেন। --১ করিন্থীয় ১২:২৭; ইফিষীয় ৩:১৪-১৫; ইফিষীয় ৫:২৩ কলসীয় ১:২৪; ইবরানী ২:১১।

১০০) স্থানীয় চার্চ/জামাত কি?

উত্তর: স্থানীয় জামাত বা চার্চ এমন একদল লোকের সমাবেশ যাহারা ঈসা মসীহতে বিশ্বাস করে এবং তাঁর শিক্ষা পালন করে। তারা একসঙ্গে মাবুদের ইবাদত করে । তারা একসঙ্গে মাবুদের কালাম শোনে এবং শেখে। তারা পরস্পরের যত্ন নেয় এবং পরস্পরকে সম্মান করে ও ভাববাসে। তারা আল্লাহর রাজ্য দেখার জন্য তাহারা একসঙ্গে ইবাদত ও মোনাজাত করে এবং একসঙ্গে কাজ করে। তারা ঈমানদারদেরকে তরিকাবন্দী দেয় এবং প্রভুর ভোজে অংশ নেয় ।-- মথি ২৮:১৯-২০; প্রেরিত ২:৪১-৪২; প্রেরিত ৮:৩৬-৩৯; প্রেরিত ১৪:২৩; রোমীয় ৬:১-৫; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬; তীত ১:৫।

১০১) যখন আপনি ঈমান আনেন; আপনাকে কি একটি স্থানীয় চার্চ বা জামাতের অংশ হতে হবে ?

উত্তর: হ্যাঁ; স্থানীয় জামাত বা চার্চ একটি সমাজ যা আমাদের ঈমানে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে এবং বিশ্বাসে স্থির থাকতে শক্তি যোগায়। ইহা আমার জন্য এমন একটি জায়গা, যেখানে আমি ঈসা মসীহের নতুন আদেশ সমূহ শিখতে ও পালন করতে পারি। --ইবরানী ১০:২৪-২৫।

১০২) ঈসা মসীহ জামাত বা চার্চকে কি নতুন আদেশ দিয়েছেন ?

উত্তর: ঈসা মসীহ বলেছেন; তোমরা পরস্পরকে মহব্বত কর ঠিক যেমন আমি তোমাদেরকে করেছি। --ইউহোন্না ১৩:৩৪।

১০৩) এই ভালবাসা আমরা একে অপরের প্রতি কিভাবে দেখাতে পারি?

উত্তর: আমরা যখন পরস্পরের প্রতি দয়ালু হই, এবং একে ওপরের জন্য মোনাজাত করি, পরস্পরকে ক্ষমা করি এইসবের মধ্য আমাদের মধ্যে মাবুদের ভালবাসা প্রকাশিত হয়। আমরা যখন একে অপরকে সম্মান করি, একে অপরকে সহায়তা করি এবং একে অপরকে উত্সাহিত করি, আমরা এই প্রেম প্রদর্শন করি। আমরা একে অপরের প্রতি সত্য কথা বলি এবং আমাদের নিজেদের স্বার্থের আগে একে অপরের স্বার্থ বা প্রয়োজনগুলি

বিবেচনা করি তখন আমরা এই প্রেম প্রদর্শন করি ।--রোমীয় ১২:১০; ইফিষীয় ৪:৩২; কলসীয় ৩:৯,১৩; ১ থিষলনীকীয় ৪:১৮, ইয়াকুব৫:১৬।

১০৪) তরিকাবন্দী বা বাপ্তিস্ম কি?

উত্তর: তরিকাবন্দী হল একজন নতুন ঈমানদারের প্রকাশ্যে ঘোষণা যা জামাতের বা চার্চের একজন নেতা বা ঈমাম নতু বিশ্বাসীকে এক মুহূর্তের জন্য পানিতে ডুবিয়ে রেখে পুনরায় তুলে ফেলে। ইহা তাহারা পিতা আল্লাহ, পুত্র ঈসা ও পাক-রুহের নামে করে।--মথি ৩:৬,১৬; মার্ক ১:৫; প্রেরিত ৪:১২।

১০৫) কে বাপ্তাইজিত হতে পারে বা তরিকাবন্দী নিতে পারে ?

উত্তর: যে কেউ গুনাহ স্বীকার করে অনুতাপ করে তওবা করে এবং ঈসা মসীহকে ব্যক্তিগত জীবনের নাজাতদাতা ও প্রভু বলে মুখে স্বীকার করে ও অন্তরে বিশ্বাস করে, তাহারাই এই বাপ্তিস্ম বা তরিকাবন্দী নিতে পারে।--প্রেরিত ২:৩৮,৩৯, প্রেরিত ৮:৩৬-৩৭, প্রেরিত ১৬:৩০-৩৩।

১০৬) তরিকাবন্দী বা বাপ্তিস্মের অর্থ কি?

উত্তর: তরিকাবন্দী বা বাপ্তিস্ম মসীহের সাথে ঈমানদারের একতার এক চিহ্ন; যেইভাবে তিনি মারা যান, তাকে দাফন করা হয় এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত করা হয়। তরিকাবন্দী বা বাপ্তিস্মের পরে আমরা তাঁর জামাতের বা চার্চের অংশ হই।-- প্রেরিত 1১৬:৩০-৩৩; রোমীয় ৬:৩-৫; কলসীয় ২:১২।

১০৭) কিভাবে ঈসায়ীগণ তাদের জন্য ঈসার মৃত্যু সম্পর্কে একে অপরকে স্বরণ করিয়ে দেয়?

উত্তর: একসঙ্গে প্রভুর ভোজে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে।-- মার্ক ১৪:২২-২৪; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৯।

১০৮) প্রভুর ভোজ কি ?

উত্তর: প্রভুর ভোজে আমরা রুটি ভাগ করে খাই আর পান পাত্রের পানীয় পান করি; প্রতিবার ইহার করার মধ্য দিয়ে আমরা ঈসা মসীহের মৃত্যুকে স্মরণ করি। --মার্ক ১৪:২২-২৪; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৯।

১০৯) এই রুটি দিয়ে কি বুঝায় ?

উত্তর: এই রুটি ভাঙা ও ভোজন ঈসা মসীহের ক্ষত-বিক্ষত শরীরকে বোঝায়, যা আমাদের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ কুরবানী করা হয়েছে। -- * মথি ২৬:২৬; ১ করিন্থীয় ১১:২৪।

১১০) পান পাত্রে কি বুঝায় ?

উত্তর: পান পাত্রের পানি মসীহের রক্তকে বোঝায় যা আমাদের নাজাতের জন্য বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। --মথি ২৬:২৭-২৮; ১ করিন্থীয় ১১:২৫; ইবরানী ৯:২৬-২৮।

১১১) কে প্রভুর ভোজ খাওয়ার উপযুক্ত ?

উত্তর:যে কেউ গুনাহ স্বীকার করে, অনুতাপ করে তওবা করে এবং বিশ্বাস করে যে ঈসা মসীহ তার নাজাতদাতা ও প্রভু, সকলেই এই প্রভুর ভোজে অংশ নেওয়ার উপযুক্ত।-- ১ করিন্থীয় ১০:১৬,১৭; 1 করিন্থীয় ১১:১৮-২৯।

১১২) কে বাপ্তিস্ম বা তরিকাবন্দী ও প্রভুর ভোজ সম্পর্কে চার্চ বা জামাতকে বলেছে ?

উত্তর: নাজাতদাতা ও প্রভু ঈসা মসীহ --মথি ২৬:২৬-২৯; মথি ২৮:১৮-২০।

১১৩) কেন ঈসা মসীহ্ বাপ্তিস্ম ও প্রভুর ভোজে চার্চ বা জামাতকে অংশ গ্রহণ করতে বলেছেন ?

উত্তর: ঈসা মসীহ এই ব্যবস্থা এইজন্যই দিয়েছেন যে, যার মধ্য দিয়ে দেখানো হয়েছে ঈমানদার/বিশ্বাসী সকল তাঁর নিজের। এই ব্যবস্থা পালনে ঈসা মসীহ আমাদের জন্য যা করেছেন তা স্বরণ করিয়ে দেয়। -- মথি ২৮:১৯; রোমীয় ৬:১-৫; ১ করিন্থীয় ১১:২৩-২৬।

১১৪) জামাত বা চার্চের উদ্যেশ্যে ঈসা মসীহের শেষ চূড়ান্ত আদেশটি কি ছিল?

উত্তর: “বেহেশতের ও দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। 19এইজন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার উম্মত কর। পিতা, পুত্র ও পাক-রূহের নামে তাদের তরিকাবন্দী দাও। 20আমি তোমাদের যে সব হুকুম দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সংগে সংগে আছি। মথি ২৮:১৮-২০।

১১৫) প্রভুর দিন কি?

উত্তর: সপ্তাহের প্রথম দিনই প্রভুর দিন । সেই দিনে প্রথম ঈসায়ী ঈমানদারগণ ইবাদত করার জন্য একত্রিত হয়েছিল। প্রেরিত ২০:৭; ১ করিন্থীয় ১৬:২; প্রকাশিত কালাম ১:১০।

১১৬) কেন দিনকে পালনকর্তার দিন বলা হয়?

উত্তর: কারণ এই দিনেই মসীহ মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠেছিলেন।-- মথি ২৮:১-৬; লুক ২৪:১-৬, ইউহোন্না ২০:১।

১১৭) আমরা কীভাবে প্রভুর এই দিনকে উত্তমভাবে কাটাতে পারি ?

উত্তর: আমরা সর্বদা পালনকর্তার এই দিনে মাবুদের লোক সকল একত্রে মিলিত হয়ে তাঁর ইবাদত করে' এবং বিশ্বাসে একে অপরকে উৎসাহিত করে কাটাতে পারি।- জবুর২৭:৪; রোমীয় ১২:৯-১৩; কলসীয় ৩:১৬।

পঞ্চম অংশ
ইবাদত এবং আশা

১১৮) ইবাদত বা প্রার্থনা কি ?

উত্তর: যখন আমরা মাবুদের সাথে কথা বলি, তাঁর গুনগান ও প্রশংসা করি, ধন্যবাদ সহকারে তাঁর সমস্ত উপকারের জন্য শুকরিয়া জানাই। এবং আমরা আমাদের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করি যাহা কিছুতে তিনি খুশি হন তাহাই যেন আমরা তাঁর কাছে থেকে চাই।-- মথি ৬:৬; ফিলিপীয় ৪:৬; ১ ইউহোন্না ৫:১৪।

১১৯) কার নামে আমাদের ইবাদত করা উচিত ?

উত্তর : ঈসা মসীহের নাম ইবাদত বা প্রার্থনা করা উচিত। --ইউহোন্না ১৪:১৩-১৪, ১৬:২৩

১২০) কখন এবং কোথায় আমরা ইবাদত বা প্রার্থনা করব?

উত্তর: আমরা যে কোন স্থানে, যে কোন সময়ে মাবুদের কাছে ইবাদত বা প্রার্থনা করতে পারি। মথি ৬:৬; ইফিষীয় ৬:১৮; প্রেরিত ২১:৫; কলসীয় ৪:২।

১২১) ঈসা মসীহ কিভাবে আমাদের মোনাজাত করতে শিখিয়েছেন ?

উত্তর: ঈসা মসীহ আমাদের প্রভুর মোনাজাত বা প্রার্থনা দিয়েছেন।-- মথি ৬:৯-১৫; লূক ১১:২-৪।

১২২) প্রভুর মোনাজাত বা প্রার্থনা কি?

উত্তর: হে আমাদের বেহেশতী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। 10তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেশতে তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক। 11যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও। 12যারা আমাদের উপর অন্যায় করে, আমরা যেমন তাদের মাফ করেছি তেমনি তুমিও আমাদের সমস্ত অন্যায় মাফ কর। 13আমাদের তুমি পরীক্ষায় পড়তে দিয়ো না, বরং শয়তানের হাত থেকে রক্ষা কর। মথি ৬:৯-১৩।

১২৩) প্রভুর মোনাজাত বা প্রার্থনায় কয়টি অনুরোধ আছে? উত্তর: ছয়টি অনুরোধ আছে।

১২৪) প্রথম অনুরোধ কি? উত্তর: "মাবুদের নামকে মর্যাদা বা সম্মান দেওয়া ।" মথি ৬:৯; লূক ১১:২।
১২৫) প্রথম অনুরোধে আমরা কি জন্য প্রার্থনা করি ?
উত্তর: প্রথম অনুরোধে আমরা প্রার্থনা করি যেন সমস্ত লোকে মাবুদের নামের প্রশংসা করে।-- জবুর ৮:১-২; জবুর ৭২:১৮-১৯; জবুর ১১৩:১-৩।
১২৬) দ্বিতীয় অনুরোধ টি কি? উত্তর: "তোমার রাজ্য আসুক।" মথি ৬:১০; লূক ১১:২।
১২৭) দ্বিতীয় অনুরোধে আমরা কি জন্য প্রার্থনা করি ?
উত্তর: আমরা মোনাজাত বা প্রার্থনা করি যেন বিশ্বের সমস্ত লোক সুসমাচার শোনে ও বিশ্বাস করে। আমরা প্রার্থনা করি যেন তারা প্রভু হিসাবে ঈসা মসহীহের আনুগত্য স্বীকার করবে । * ইউহোন্না ১৭:২০-২১; প্রেরিত ৮:১২; প্রেরিত ২:৩০-৩১; প্রকাশিত কালাম ১১:১৫।
১২৮) তৃতীয় অনুরোধ টি কি? একটি। "আপনি যা করতে চান তা স্বর্গে যেমন আছে এই পৃথিবীতে তেমনি হোক। --মথি ৬:১০।
১২৯) তৃতীয় অনুরোধে আমরা কি জন্য প্রার্থনা করি?
উত্তর: আমরা প্রার্থনা করি যেন মাবুদ যা চান এই পৃথিবীতে মানুষ তা করবে, ঠিক যেমন স্বর্গের ফেরেস্তারা করেন। জবুর ১০৩:১৯-২২, জবুর ১৪৩:১০।
১৩০) চতুর্থ অনুরোধ টি কি? উত্তর: যে খাবার আমাদের দরকার তা আজ আমাদের দাও। --মথি ৬:১১, লুক ১১:৩।
১৩১) চতুর্থ অনুরোধে আমরা কি জন্য প্রার্থনা করি?
উত্তর: আমরা প্রার্থনা করি যেন মাবুদ আমাদের যা কিছু আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজন বা রিজিক দান করেন। জবুর ১৪৫:১৫-১৬, মেসাল ৩০:৮-৯, মথি ৬:৩১-৩৩।
১৩২) পঞ্চম অনুরোধ টি কি?
উত্তর: "আমাদের পাপ ক্ষমা কর" , আমরা যেমন আমাদের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, তাদের ক্ষমা করেছি।" মথি ৬:১২; লূক ১১:৪।
১৩৩) পঞ্চম অনুরোধে আমরা কি জন্য প্রার্থনা করি ?
উত্তর: আমরা প্রার্থনা করি যেন মাবুদ আমাদের পাপসমূহ * ক্ষমা করেন। এবং আমরা আরো প্রার্থনা করি যেন আমাদে র বিরুদ্ধে যারা গুনাহ করে তাদেরকে ক্ষমা করতে মাবুদ আমাদের সাহায্য করেন।--জবুর ৫১:২-৩; মথি ৫:২৩-২৪; ইফিষীয় ৪:৩২।
১৩৪) ষষ্ঠ অনুরোধ টি কি?
উত্তর: যখন আমরা প্রলোভিত হই, তিনি যেন গুনাহ না করতে আমাদের সাহায্য করেন আর শয়তানের মন্দ হইতে আমাদের রক্ষা করেন। --মথি ৬:১৩; লুক ১১:৪।
১৩৫) আমরা ষষ্ঠ অনুরোধে কি বিষয়ে প্রার্থনা করি?
উত্তর: আমরা প্রার্থনা করি যে মাবুদ আমাদের পাপ থেকে দূরে রাখেন *। এবং মন্দ কাজ থেকে আমাদের রক্ষা করেন। * জবুর ১১৯:১১; ১ করিন্থীয় ১০:১৩; ২ তীমথিয় ৪:১৮।
১৩৬) প্রার্থনা বা মোনাজাত আমাদেরকে কি শিক্ষা দেয়?
উত্তর: প্রার্থনা আমাদেরকে শেখায় যে আমরা মাবুদের সাহায্যের জন্য আল্লাহকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি। ইফিষীয় ৬;১৮; ফিলিপীয় ৪:৬; ইবরানী ৪:১৬।
১৩৭) মসীহ এখন কোথায় আছেন ?

উত্তর: মসীহ ঈসা এখন বেহেস্তে মাবুদ আল্লাহর ডান পাশে বসে আছেন।-- মার্ক ১৬:১৯; প্রেরিত ৫:৩১; রোমীয় ৮:৩৪।

১৩৮) মসীহ কি পুনরায় এই পৃথিবীতে আসবেন ?

উত্তর: হ্যাঁ, শেষ দিনে বিশ্বজুড়ে সমস্ত মানুষের ন্যায় বিচারক হিসাবে আসবেন । এবং যারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে তাদের তিনি রক্ষা করবেন। মথি ২৫:৩১-৩২; ২ থিষলনীকীয় ১:৭-৯; ২ তীমথিয় ৪:১; ইবরানী ৯:২৮।

১৩৯) মৃত্যুর সময়ে সৎকর্মপরায়ণদের বা ধার্মিকদের কি হবে?

উত্তর: সৎকর্পোরায়ণ লোক বা ধার্ম্মিকের মৃতদেহ ধুলোতে ফিরে যাবে । তাদের আত্মা প্রভুর * সঙ্গে যাবে। *। পয়দায়েশ ৩:১৯; হেদায়েতকারী ১২:৭; ২ করিন্থীয় ৫:৮।

১৪০) মৃত্যুর পর দুষ্ট/গুনাহগার লোকদের কি হবে ?

উত্তর: দুষ্টদের মৃতদেহও ধুলোতে ফিরে যাবে। তাদের আত্মা/রূহ শাস্তি ভোগ করে। মাবুদ যেইদিন বিচার করবার জন্য আসবেন, সেই দিনের জন্য তিনি তাদের রেখে দিবেন । লূক ১৬:২৩-২৪; ইউহোন্না ৫:২৮-২৯; ২ পিটার ২:৯।

১৪১) মৃতেরা কি আবার জীবিত হয়ে উঠবে?

উত্তর: হ্যাঁ, মসীহ যখন আবার আসবেন তখন মৃত সকল পুনরুত্থিত হবে। দানিয়েল ১২:২; ইউহোন্না ৫:২৮-২৯; প্রেরিত ২৪:১৪-১৫।

১৪২) মসীহের বিচারের দিনে দুষ্ট লোকেদের কি হবে?

উত্তর: নরকের অনন্তকালীন যাতনায় শাস্তি দিবেন, এবং মাবুদের সাক্ষাৎ থেকে চিরকালের জন্য দূর করে দিবেন। মথি ২৫:৪১,৪৬; মার্ক ৯:৪৭,৪৮; লূক ১২:৫; লূক ১৬:২৩-২৬; ২ থিষলনীকীয় ১:৯; প্রকাশিত কালাম ২০:১২-১৫।

১৪৩) সৎকর্মপরায়ণ বা ধার্মিক * লোকেদের কি হবে?

উত্তর: ধার্মিক * লোকেরা মাবুদ আল্লাহর সঙ্গে আনন্দে বাস করবে। তারা একটি নতুন স্বর্গের এক নতুন পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে। ইশাইয়া ৬৬:২২-২৩ ২ পিতর ৩:১৩; প্রকাশিত কালাম ২১:২-৪।

১৪৪) নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবী কেমন হবে?

উত্তর: উ: নতুন স্বর্গে এবং নতুন পৃথিবীতে আমরা মাবুদ আল্লাহর সাথে থাকব। আমরা কখনও পাপ করব না আমরা কখনও মরব না আর কোন অভিশাপ থাকবে না। কোনও বিষণ্নতা আর আর ব্যথা নেই। আমরা কখনও দোষী, ভয় পাব না বা লজ্জিত হবে না। আমরা জন্য যে সত্যিকারের আনন্দ মাবুদ আল্লাহর আছে থেকেই আসে।-- ইবরানী ১২:২২-২৩; এহুদা ২৪; প্রকাশিত কালাম ২১:১-৫; প্রকাশিত কালাম ২২:১-৪ ।

শব্দ তালিকা

শব্দ **ব্যাখ্যা**

দত্তক: দত্তক একটি আইন যা একজন মানুষকে আইনগতভাবেই একটি পরিবারে নিয়ে আসে। ফলে সেই মানুষ দত্ত্বক গ্রহণকারী পরিবারে আইনত নিজের সন্তান হিসাবে গৃহীত হয়। আগে আমরা মাবুদের কাছে অপরিচিত ছিলাম, তাঁর শত্রু ছিলাম কিন্তু এখন তিনি আমাদের নিজের প্রিয় সন্তান হিসাবে ডেকেছেন।

জেনা/ভ্যাবিচার : এর অর্থ এমন একজন স্ত্রী/পুরুষের সাথে শারীরিক বা যৌন মিলনে লিপ্ত হওয়া, যে আমাদের স্ত্রী/স্বামী নয়।

ফেরেস্তা: ফেরেস্তা বা স্বর্গদূত মাবুদের সেবকদল, যাহারা মাবুদের বার্তা নিয়ে আসে। ফেরেস্তারা রুহের মতোই, ফেরেস্তারা মাবুদ সম্পর্কে ভাল কথা বলে। মাবুদ ঠিক যে রকম চান তাহারা ঠিক তাই করে। মাবুদ আল্লাহর পরিবারের লোকদের জন্য ফেরেস্তারা সব সময় ভাল কাজ করে। আর মন্দ বা খারাপ ফেরেস্তারা শয়তানের হয়ে কাজ করে।

বাপ্তিস্ম/তরিকাবন্দী : চার্চ বা জামাতের ঈমাম একজন নতুন বিশ্বাসীকে জলে ডুবিয়ে পুনরায় তুলেন। তাতে আমরা দেখি যে মসিহ আমাদের পাক/সাফ করেছেন। এই তরিকাবন্দী আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে ঈসা মসীহ নিজেই ইয়াহিয়ার কাছে তরিকাবন্দী নিয়েছেন। তরিকাবন্দীর মধ্য দিয়ে আমরা যখন জলে ডুব দেই, তখন আমরা ঈসার সাথে মৃত্যু বোরন করে কবর প্রাপ্ত হই, আবার পুনুরায় যখন আমাদের ডুবিয়ে তোলা হয় ; ঈসা যেমন মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত হয়েছেন ঠিক তেমনি আমরাও আবার তাঁর সাথে জীবিত হই। এইভাবেই আমরা একটি জামাত বা চার্চ অংশে পরিণত হই।

বিশ্বাসী/ঈমানদার: এমন একজন বিশ্বাসী বা ঈমানদার ব্যক্তি যিনি মসীহ ঈসাকে জানেন এবং বিশ্বাস করেন।

আশীর্বাদ: আশীর্বাদ আমাদের জন্য মাবুদের রহমত যা আমাদের মঙ্গল সাধন করে। মোনাজাতে আমরা যখন মাবুদকে রহমত/আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করি, আমরা বলি যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং আমাদের মঙ্গল করেন।

অন্তঃসত্বা : হ'ল একটি শিশুর ভ্রূণ বা নতুন জীবন একটি মহিলার শরীরের জন্ম নেওয়ার মুহূর্ত ।

বিশ্বাসী/ঈমানদার: এমন একজন বিশ্বাসী বা ঈমানদার ব্যক্তি যিনি মসীহ ঈসাকে জানেন এবং বিশ্বাস করেন।

আশীর্বাদ: আশীর্বাদ আমাদের জন্য মাবুদের রহমত যা আমাদের মঙ্গল সাধন করে। মোনাজাতে আমরা যখন মাবুদকে রহমত/আশীর্বাদ করতে অনুরোধ করি, আমরা বলি যেন তিনি আমাদের সাহায্য করেন এবং আমাদের মঙ্গল করেন।

অন্তঃসত্বা : হ'ল একটি শিশুর ভ্রূণ বা নতুন জীবন একটি মহিলার শরীরের জন্ম নেওয়ার মুহূর্ত ।

সন্তূষ্টি: আমাদের যা কিছু আছে তা নিয়ে সুখী থাকা। আমরা জানি যে আমাদের যথেষ্ট আছে।

চার্চ বা জামাত: জামাত বা চার্চ হল এমন একদল লোকের সমাগম যাহারা ঈসা মসীহে বিশ্বাস করে ও তাঁর শিক্ষা মান্য করে ও অনুস্বরণ করে।

ক্রস/ক্রুশ : ক্রুশ বা ক্রস একসঙ্গে দুটি টুকরা কাঠের জোড়া। ঈসা যখন বেঁচে ছিলেন তখনকার সময়ে অপরাধিকে হত্যা করার জন্য ব্যবহার করত। ঈসা মসীহকেও ক্রুশে হত্যা করা হয়।

অভিশপ্ত বা অভিশাপ: একটি শক্তিশালী শব্দ যে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল করা, অভিশাপ দেওয়া বা শাস্তি দেওয়াকে বোঝায়।

শয়তান: দিয়াবলের আরেকটি নাম শয়তান * শয়তান ফেরেশতাগণের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ।

শিষ্য/ভক্ত: শিষ্য বা ভক্ত এমন একজন লোকে বোঝায় যে অন্য একজনকে অনুস্বরণ করে ও তার কাছে থেকে শিখে। অর্থাৎ সে ব্যক্তি যে ঈসা মসীহকে বিশ্বাস করে ও তার তাঁর কাছে থেকে শেখে এবং শিক্ষা ও অনুশাসন মেনে চলে।

চিরস্থায়ী: চিরস্থায় বলতে এমন এক বিষয়কে বোঝায় যা ছিল, আছে ও সবসময় থাকবে। এমন একটি জিনিস যা শুরু বা শেষ নেই।

বিশ্বাস: বিশ্বাস অর্থ কাউকে বা কিছুতে বিশ্বাস করা । * মাবুদ আল্লাহকে বিশ্বাস করা অর্থাৎ যদিও আমরা তাঁকে দেখতে পাইনা তথাপি বিশ্বাস করা যে তিনি বাস্তবেই আছেন, তিনিই সত্য ও চিরঞ্জীবী।

ক্ষমা: কারো প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করার এক মাধ্যম এবং কারো বিরুদ্ধে কারাপ বিষয় মনে না রাখা। যখন মাবুদ আল্লাহ আমাদের গুনাহ সকল ক্ষমা করেন, তিনি সেই সকল আর মনে রাখেন না।

গৌরব: মাবুদের প্রশংসা করা ও তাঁর মহিমা ঘোষনা করা কারণ তিনি যা কিছু স্টেসিরই করেছে সব কিছুই সুন্দ ও উদ্দেশ্যে, একজন মহা রাজার মতোই মহৎ তাঁর গুন্।

অনুগ্রহ: অনুগ্রহ মানুষের জন্য মহা আল্লাহর কাছ থেকে এক বেহেস্তি উপহার। আমরা মাবুদের বিরুদ্ধে মন্দ যা কিছু করেছি সেই পরিমান শাস্তি তিনি দেন না, তিনি যখন ক্ষমা করেন, তিনি মহা অনুগ্রহ দেন করেন। তিনি আমাদের প্রতি দয়ালু। ক্ষমা এবং সাহায্য সদাপ্রভুর কাছ থেকেই আসে।

হৃদয়: হৃদয় একজন ব্যক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এমন একটি অংশ যা নিজেই অনুভব করে এবং চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়।

স্বর্গ বা বেহেস্ত: স্বর্গ বা বেহেস্তে এমন একটি জায়গা যেখানে মাবুদ আল্লাহ ও ঈশা মসীহ আছেন। যেখানে মাবুদ বাস করেন ও তিনি শাসন করেন। বেহেস্ত এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ মৃত্যুর পর সত্যিই মাবুদ আল্লাহ ও ঈসাকে জানবে। এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ সব সময় সুখে থাকবে, যেখানে কোন সমস্যা থাকবে না। যারা মাবুদ আল্লাহকে জানে ও বিশ্বাস করে তাদের জন্যই একটি নতুন স্বর্গ ও নতুন পৃথিবী।

নরক/দোযগ: নরক এমনকি একটি স্থান যেখানে আল্লাহর যে সমস্ত দুর্বল/পাপী লোকদিগকে তাঁর কাছে থেকে পৃথক করেন তারা যাবে। মৃত্যুর পর পাপী/দুর্বল লোকদের সেটি দেওয়ার স্থান।

পবিত্র: পবিত্রতা মানে মাবুদের জন্য নিজেকে আলাদা করা। মাবুদের সাদৃশ্যে জীবন যাপন করা. তাঁর ইচ্ছামতো জীবন কাটানো। পাপ-মুক্ত জীবন মানেই পবিত্রতা। মাবুদের সাক্ষাতে আমরা তখন পরিষ্কার।

পবিত্র আত্মা/পাক-রুহ : মাবুদের রুহ -রুহুল কুদ্দস, ঈসা মসীহ পুনরুত্থানের পর মানুষের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন। পাক-রুহ মাবুদের আর এক রুপ। যাঁকে রুহুল্লাহ ও বলা হয়। ঈসা মসীহের মধ্যে মাবুদের রুহ যা আমাদের সাহায্য করে। পাক-রুহ একটি সত্তা কিন্তু মানুষের মতো নয়। পাক-রুহ স্বয়ং মাবুদ নিজেই, পিতা আল্লাহ পি পুত্র ঈসার সমকক্ষ একটি সত্তা। ত্রিতত্ত্বের একজন। পাক-রুহ এই পৃথিবীতে মানুষের মধ্যে আল্লাহর কাজ করেন। কেউওই পাক-রুহকে দেখতে পায় না। কিন্তু যাহারা ঈসা মসীহকে বিশ্বাস করে পাক-রুহ তাদের দিলে বাস করেন।

সম্মান: একজন মানুষকে সম্মান করা, একজন মানুষ সম্পর্কে ভালো বলা। একজন মানুষের প্রতি ভাল আচরণ করা কারণ আপনি তাকে সম্মান ও মূল্যায়ন করেন।

সম্মানিত: ভাল আচরণ করা, এমন ভাবে জীবন যাপন করা যার মধ্য দিয়ে মাবুদের প্রতি ও মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শিত হয়। এমন একজন মানুষ হয়ে উঠা যে সব সময় ভাল কাজ করে ও ভাল কিছু চিন্তা করে।

মূর্তি : মানুষের হাতে তৈরী একটি অবয়ব যা মানুষ কাঠ, মাঠি, পাথর, ধাতু বা অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরী করে পূজা করে কেবল মাত্র মাবুদের ইবাদত করা উচিত। মূর্তি একটি মানুষের ছবি, যাকে ভালবাসি মাবুদের পরিবর্তে তার ছবি রেখে উপাসনা করা । মূর্তি একটি মিথ্যা উপাস্য। ইটা এমন একটা বিষয় যার দ্বারা প্রমান করে কেউ মাবুদের চেয়ে অন্য কিছুকে বেশি ভালবাসে।

ইসরাঈল: ইসরাঈল যেখানে ইহুদী লোকেরা বাস করতেন । ইসরাঈলী বা বনী-ইসরাঈল ইহুদীদের জন্য আরেকটি নাম। তারা ইব্রাহিমের বংশধর ইসহাক ও ইয়াকুবের সন্তান।

ইহুদী: ইহুদী নবী ইব্রাহীমের বংশ, এবং যাহারা ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাদের সন্তানদের থেকে জন্মগ্রহণ করেন। ইহুদী ধর্মে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে।

রাজ্য: একটি রাজত্ব যেখানে একজন রাজা রাজত্ব করেন। একটি স্থান যেখানে একজন রাজা শাসন করেন। আল্লাহর রাজ্য যেখানে মাবুদ নিজেই রাজত্ব করেন।

আইন বা নিয়ম: শরীয়ত বা নিয়ম একটি শাসন ব্যবস্থা যা একটি রাজ্যে মানুষ কিভাবে বাস করতে হবে সেই বিষয়ে বলে। এই শরীয় বা নিয়ম-কানুন বনী-ইস্রাঈলদের জন্য হযরত মুসা কে দিয়েছেন।

প্রভু: 'প্রভু' পবিত্র কিতাবুল মুকাদ্দসে মাবুদের একটি নাম। এর অর্থ হল যে তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে এবং তিনি সব কিছুর উপর শাসন করেন। ঈসা মসীহের একটি নাম আমরা ব্যবহার করি যারা তাঁকে অনুস্বরণ করি।

নবী: আল্লাহর বার্তাবাহক,যাহাদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলেন। যিনি আল্লাহ যা চান তা মানুষকে জানাতে সক্ষম এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে তও মানুষকে বলে দেয়।

সমৃদ্ধি: উন্নতি লাভ করে ভাল কিছু উপভোগ করাকেই সমৃদ্ধিশালী বলে। সমৃদ্ধশালী উন্নতির জন্য ভাল জিনিস উপভোগ করা। ভাল স্বাস্থ্য হতে বা ধনী হওয়াকে বোঝায় । আমরা জোখ সফল হই তখন মানুষ আমাদের সম্পর্কে ভাল বলে। আমরা যখন সফল হই তখন আমরা মাংসের সহানুভূতি ও দয়া পাই।

ফেরত পাওয়া বা উদ্ধার করা: কোন কিছু হারিয়ে যাওয়ার বা নিয়ে নেওয়ার পর পুনরায় ক্রয় করা। নিজস্ব কিছুর জন্য মূল্য পরিশোধ করা। হারিয়ে বা নেওয়া হয়েছে পরে কিছু কিনতে প্রত্যাহার। আপনার নিজস্ব কিছু করতে একটি মূল্য দিতে।

অনুতাপ: পাপ হইতে মুখ ফিরানো। মাবুদ যা চান তা করতে প্রস্তুত থাকা। আগের মোট গুনাহ/পাপ কাজ না করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

সম্মান: মানুষের সহিত এমনভাবে আচরণ করা যেন তাহারা আমাদের কাছে অধিক মূল্যবান।

পুনরুত্থান: মৃতদের মধ্য হইতে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠা। একমাত্র ঈসা মসীহই পুনরুত্থান ও জীবন।

ধার্মিক/সৎকর্মশীল: মাবুদের দৃষ্টিতে সঠিক; ধার্মিক সেই লোক যে মাবুদের চোখে সঠিক। যখন কোন মানুষ মাবুদের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি সেই লোকটিকে পরিষ্কার দেখেন। একজন ধার্মিক লোক মাবুদের বন্ধু; শত্রু নয়।

বিশ্রামবার: বিশ্রামবারের দিন মাবুদ তাঁর সার্সিটির কাজ থেকে একদিন বিশ্রাম নিয়েছেন। বিশ্রামবার সপ্তাহের একটা দিন; মাবুদ ইহুদীদের কাজ করতে নিষেধ করেছেন। ইহা একটি গুত্বপূর্ণ দিন যেইদিন তাহারা বিশ্রাম নেয় এবং মাবুদের ইবাদত করে।

নাজাত/মুক্তি/পরিত্রান: নাজাত বা পরিত্রান হল সেই সময় যখন মাবুদ আমাদের গুনাহের ফল, শয়তানের শক্তি ও তার পরিণতি হইতে ক্ষমা করে মুক্তি দেন। সমস্ত মন্দ হইতে উদ্ধার পাওয়া ।

ত্রাণকর্তা/নাজাতদাতা: ঈসা মসীহই আল্লাহর মনোনীত মানবকুলের একমাত্র নাজাতদাতা ! এমন একজন যিনি আমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান, যিনি আমাদের গুনাহের শাস্তি হইতে রক্ষা করতে পারেন। যাহা কিছু মন্দ করেছি তার পরিণতি হইতে উদ্ধার করতে পারেন।

পাপ / পাপী: গুনাহ বা পাপ এমন জঘন্য কাজ আমরা যা আল্লাহর বিরুদ্ধে বা অন্যান্য মানুষের বিরুদ্ধে করি। মাবুদের দেওয়া অনুশাসন যখন আমরা মেনে চলি না ; আমার গুনাহ করি। মাবুদ যা চান, তা যখন আমরা করি না; আমরা গুনাহ করি। সকল মানুষই পাপী, কারণ সকলেই আল্লাহর বিরুদ্ধে ও অন্য মানুষের বিরুদ্ধে গুনাহ করেছে। সকলেই পাপী, কারণ সকলেই গুনাহের স্বভাব নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে।

আত্মা বা রূহ : আত্মা বা রূহ মানুষের জীবনের একটি অংশ যা জীবন থাকতে ও মৃত্যুর পর আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না। মাবুদ আদম ও হওয়া কে একটি আত্মা দিয়েছেন এবং তার মধ্যে জীবন ফুঁকে দিয়েছেন। এই আত্মাকে মানুষের রূহ ও বলা হয়।

রূহ: রূহ এমন একটি জিনিস যার কোন দেহ নাই এবং মানুষ তা দেখতেও পায় না। মাবুদ নিজেই সে রূহ। এই রূহে আছে মহা শক্তি। মাবুদ নূর দিয়ে ফেরেস্তাও ষড়শীতি করেছেন যাদের আমরা খালি চোখে দেখতে পাইনা। তারা ভাল ও মন্দ হইতে পারে। একজন মানুষের আত্মাকে কখনও কখনও মানুষের রূহ ও বলা হয়।

ত্রিতত্ব : ত্রিতত্ব একটি শব্দ যা আমরা বলি এক আল্লাহর বা এক মাবুদের তিনটি রূপকে বোঝায়। মাবুদ আল্লাহ(পিতা), ঈসা মসীহ(পুত্র) ও পাক-রূহ/রুহুল কুদ্দস একই মাবুদের তিনটি রূপ মাত্র।*।

বিশ্বাস করা: যদি আমি মনে করি কোন বিষয় সত্য তাহা মেনে নেওয়া বা বিশ্বাস করা। বিশ্বাসে থাকা ও বিশ্বাসে কর্ম সম্পাদন করা। কুমারী: কুমারী এমন একজন নারীকে বুঝায় যে কখনো কোন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে নাই।

ইবাদত: ইবাদতের মধ্য দিয়ে ঘোষণা করা যে মাবুদ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট, তিনিই মহান, তাঁকে আমরা অনেক ভালবাসি। ইবাদত করা মানে, তাঁকে সম্মান দেওয়া, গৌরব দেওয়া, তন্ প্রশংসা করা ও গুনগান করা, ধনুবাদ সহকারে শুকরিয়া জানানো। ইবাদতের মধ্য দিয়ে আমরা মাবুদের সাথে কথা বলি ও সম্পর্ক করি।

এই পুস্তকের ইলেকট্রনিক সংস্করণ খুঁজে পেতে, এখানে যান: www.asimpleword.org